দৈনিক খবর

তারিখ 16 MAY 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

৩৫

৫৫

এবারের এসএসসি পরীক্ষা

বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে ইনভেজিলেটর নিয়োগ !

।। খবর রিপোর্ট ।।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশকে অমান্য করে চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিধি-নিষেধ আরোপিত শিক্ষকদের 'ইনভিজিলেটর'-এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে প্রশাসনিক জটিলতা এবং চরম অব্যবস্থা দেখা দিয়েছে।

সূত্র জানায়ঃ এ বছর দেশের প্রায় সবগুলো পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিধি-নিষেধ আরোপিত শিক্ষকরা পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে অংশ নিচ্ছে। এতে পরীক্ষায় নকল সরবরাহসহ স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। ইতিপূর্বেই পরীক্ষার্থীকে নকল সরবরাহ করার অভিযোগে প্রায় ২৩ জন শিক্ষককে পরীক্ষা কেন্দ্র হতে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্র হতে বহিষ্কৃত শিক্ষকদের বেশীর ভাগেরই সন্তান কিংবা নিকটতম

শেষ পৃষ্ঠায় ৩য় কলামে

বিধি—নিষেধ উপেক্ষা করে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আত্মীয়-স্বজন এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। তাদের নকল সরবরাহ করতে গিয়েই উল্লেখিত শিক্ষকরা পরীক্ষা কেন্দ্রে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন এবং পরবর্তীতে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

সূত্র জানায়ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৮৮ সালের ১০ই অক্টোবর যে সব শিক্ষকের সন্তান কিংবা আত্মীয় স্বজন পরীক্ষায় অংশ নিবে সে সম্পর্কে এক সার্কুলার জারি করেছিল। এতে বলা হয়েছে, যে বছর কোন শিক্ষকের ছেলে-মেয়ে অথবা নিকট আত্মীয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে সেই বছর সংশ্লিষ্ট শিক্ষক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারবে না। ঐ শ্রেণীর শিক্ষকরা পরীক্ষক/ প্রধান পরীক্ষক ও ইনভিজিলেটর হতে পারবেন না এবং পরীক্ষা পরিচালনার অন্য কোন কাজ করতে পারবেন না।

এ সার্কুলারে আরো বলা হয়েছে, কোন শিক্ষক যদি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্যে গৃহ-শিক্ষকতা করেন তবে তিনি সংশ্লিষ্ট বছরে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ইনভিজিলেটর ও পরীক্ষকের দায়িত্বসহ পরীক্ষার অন্য কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। যে সব শিক্ষক পরীক্ষার কোন প্রকার দায়িত্বের সাথে জড়িত থাকেন তা'হলে তাদের অঙ্গীকার করতে হবে যে, তারা কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গৃহ শিক্ষকতা করেননি। এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হলে তাঁর বিরুদ্ধে চাকরি হতে অপসারণের কথাও সার্কুলারে উল্লেখ ছিল। কিন্তু এ বছর এই নিয়ম মানা হয়নি। বরং এই সার্কুলারের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে অনেক শিক্ষক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়েছেন বলে অভিযোগে জানা গেছে।